মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা তাঁতীলিগের সভাপতি সুবাদ আলী, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কুতুবপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মন্টু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ইমনের বুকলেট বিতরণ

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী, শুভরাজপুর, কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ, সোনাাপুর, মাঝপাড়া গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, শিশির অরুপ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ডাকাতের গ্রাম ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’ এখন প্রবাসী গ্রাম

অভিশপ্ত একটি গ্রামের নাম ছিল মেহেরপুরের ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দুর কুতুবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম ট্যাঙ্গার মাঠ। গ্রামটির বর্তমান মসজিদের মোয়াজ্জিন ও খন্ডকালিন ইমাম হাজী আকবার আলীও ছিলেন এক সময়কার শীর্ষ ডাকাত। আর এই শীর্ষ ডাকাতের হাত ধরেই এই গ্রামের কয়েক শত লোক জড়িয়ে পড়ে চুরি ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অপরাধ জগতে।

সেই ডাকাত আকবার আলীই আজকের হাজী আকবার আলী। বর্তমানে তিনি কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গ্রামের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করছেন। চোরের গ্রাম থেকে সেই গ্রামটি এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে পরিচিতি। গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

অপরাধীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত গ্রামের নামটিও পরিবর্তন করে এখন হয়েছে শিশিরপাড়া। মানুষকে কেউ এখন আর চোর, ডাকাত বা অপরাধী বলে গালি দেইনা। এই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন ও সুখ ও শান্তির সুবাতাস। ছোটরা এখন চুরি বিদ্যা নয়, সবাই শিখছে লেখা পড়া। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন লেখা পড়া করছেন চোরের গ্রাম নামে খ্যাত সেই ট্যাংগার মাঠ গ্রামের ছেলে মেয়েরা।

কৃষক হজরত আলী, জাহিদুল ইসলাম ও রেবেকা খাতুন জানালেন, এক সময়কার আলোচিত ট্যাংগার মাঠ গ্রামের মানুষ অপরাধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এখন ওদের নামের শেষে চোর কিংবা ডাকাত বলে না। এলাকায় বা আশে-পাশের গামে ডাকাতি কিংবা চুরি হলেও কেউ এখন আর খোঁজ করতে ট্যাঙ্গার মাঠে আসেনা। মানুষ সবাই এখন কর্ম ব্যস্ত। কেউ ব্যবসায়ি কিংবা কেউ দিন মজুর।

এ গ্রামের গ্রামের প্রায় এক হাজার লোক সৌদী, ওমান, বাহারাইন, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদীপমহ বিভিন্ন দেশে আছেন। তারা প্রতি মাসেই মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছেন পরিবারের জন্য। প্রতিটি

কৃষক, রাজমিস্ত্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেছেন, পারিপার্শিক সহযোগীতা পেলে সকলেই আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারে। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মেহেরপুরের এই টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দারা। এক সময়ে যে গ্রামের লোকজন চুরি ডাকাতি রাহাজানিসহ নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। তারাই আজকে সমাজে শান্তি শৃংখলার সাথে বসবাস করছেন।